Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান এবং অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'এফেক্টিভ প্রফেশনাল কমিউনিকেশন' শীর্ষক বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গতকাল অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ়করণ এবং শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত Industry Collaboration and Employment Committee (ICEC) এই বিশেষ কোর্স চালু করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) এবং Student Promotion and Support Unit (SPSU) এর যৌথ তত্ত্বাবধানে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

এই কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো- বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এতে মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের

■ ৯ম পৃ: ৬-এর কলামে

ঢাবির শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'কার্যকর পেশাদার যোগাযোগ' বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভিসি ড. নিয়াজ আহমদ খান ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হবে। এর পাশাপাশি প্রফেশনাল ইমেইল লেখা, সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা এবং প্রেজেন্টেশন দেয়ার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সাথে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কোর্সের প্রথম ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

জনকণ্ঠ

ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান এবং একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে "ইফেকটিভ প্রফেশনাল কমিউনিকেশন" শীর্ষক বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শনিবার অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ়করণ এবং শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট কমিটি এই বিশেষ কোর্স চালু করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো- বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এতে মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হবে। এর পাশাপাশি প্রফেশনাল ইমেইল লেখা, সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা এবং প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়াও কোর্সে থাকবে দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান এবং সমন্বয়মূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের পেশাগত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবে।

এই কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কোর্সের প্রথম ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৪র্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে।

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ
১৬-১১-২০২৫

ঢাবি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন

আলোকিত ডেস্ক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান এবং একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতার মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'Effective Professional Communication' শীর্ষক বিশেষ সার্টিফিকেট কোর্স উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ়করণ এবং শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত Industry Collaboration and Employment Committee (ICEC) এই বিশেষ কোর্স চালু করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাসহ কোর্স সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) Ges Student Promotion and Support Unit (SPSU) এর যৌথ সহযোগিতায় কোর্সটি পরিচালিত হবে। এই কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো- বর্তমান বিশ্বের পেশাগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এতে মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার কৌশল শেখানো হবে। এর পাশাপাশি প্রফেশনাল ইমেইল লেখা, সিভি তৈরি, কাভার লেটার লেখা এবং প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও, কোর্সে থাকবে দলগত কাজ, সমস্যা সমাধান এবং সমন্বয়মূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের পেশাগত পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবে। এই কোর্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কোর্সের প্রথম ব্যাচে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৪র্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। সূত্র : সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জনকণ্ঠ

ঢাবিতে রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ইউনিট বাঁধনের উদ্যোগে রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান শুক্রবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধনের রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ইউনিট বাঁধনের রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা শিক্ষক ও হল ইউনিট বাঁধনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ রক্তদাতারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের ৩৮ জন এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ৪২ জন রক্তদাতাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ঢাবির ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ইউনিট বাঁধনের উদ্যোগে শনিবার রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান -জনকণ্ঠ

দৈনিক আমাদের বার্তা
১৬-১১-২০২৫

ঢাবিতে রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত। এ অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধন ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ইউনিট বাঁধনের আয়োজনে পৃথক হলে আয়োজন করা হয়।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল ইউনিট বাঁধনের রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ইউনিট বাঁধনের রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ।

The Country Today

VisionX: AI Powered National Innovation Challenge

DU champion in Project Showcasing Track

DU Correspondent

Dhaka University has emerged as the champion in the Project Showcasing Track of the National Competition on Artificial Intelligence titled 'VisionX: AI Powered National Innovation Challenge'.

The competition was organized by the Department of Computer Science and Engineering, Dhaka University, on Saturday at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban.

Dhaka University Vice Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan presided over the award distribution ceremony. Muhammad Fawzul Kabir Khan, Advisor to the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources and Roads, Bridges and Railways, distributed awards among the winners as the chief guest. Earlier in the morning, Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha was present as the chief guest at the inaugural ceremony.

Chaired by Professor Dr. Md. Abdur Razzak, Chairman of the Department of Computer Science and Engineering, the event was graced by Professor Dr. Upma Kabir, Dean of the Faculty of Engineering

Continued to page 2

DU champion in Project

and Technology, and Md. Abdullah Al Mamun, Managing Director of US Bangla Group, as special guests.

Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan called upon the students to continue practicing innovation, development and mindfulness. Stressing the importance of strengthening industry-academia relations, he said that everyone should work together for the welfare of the common man.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

DU in Media

16 November 2025

ভোরের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী 'ভিশনএক্স : এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক জাতীয় প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'ভিশনএক্স : এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব গতকাল ১৫ নভেম্বর শনিবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নয়া দিগন্ত ১৬-১১-২০২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রতিযোগিতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'ভিশনএক্স : এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব গতকাল শনিবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির এবং ইউএস বাংলা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ড. সায়মা হক বিদিশা বলেন, বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিল্পখাতের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সংযোগ আরো সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এধরনের কর্মসূচি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তরুণরা বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এই প্রতিযোগিতার 'ভিশনএক্স'-এ দু'টি ট্র্যাক ছিল। বিজনেস আইডিয়া ট্র্যাকে ৪১টি উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণা উপস্থাপন করা হয়। প্রজেক্ট শোকেসিং ট্র্যাকে এআই-ভিত্তিক প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশ-বিদেশের ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিজ্ঞপ্তি।

আমাদের সময়

ঢাবিতে এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা

ঢাবি প্রতিনিধি ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'ভিশনএক্স : এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার 'ভিশনএক্স' দুটি ট্র্যাক ছিল। বিজনেস আইডিয়া ট্র্যাকে ৪১টি উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক ধারণা উপস্থাপন করা হয়। প্রজেক্ট শোকেসিং ট্র্যাকে এআইভিত্তিক প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হয়।

মানবকণ্ঠ

অগ্রহায়ণের শুরুতে ডাকসুর 'আদি নববর্ষ' উৎসব

ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলা বছর বরণে বৈশাখের প্রথম দিনে নববর্ষ উদযাপনের ঐতিহ্যবাহী আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করলেও প্রথমবারের মত অগ্রহায়ণের শুরুতে 'নববর্ষ' উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে ডাকসু। 'আদি নববর্ষ' হিসেবে সেদিন নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হবে।

আজ রবিবার ১৬ নভেম্বর বাংলা নববর্ষ শুরুর এতদিনের রীতির বিপরীতে ১ অগ্রহায়ণ এ আয়োজন করতে চায় নবনির্বাচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় 'বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্য' এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী 'আদি নববর্ষের' উৎসব আয়োজনের ঘোষণা ও কর্মসূচি গত শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরেন ডাকসুর নেতারা। ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুসাদ্দিক ইবনে আলী মোহাম্মদ বৈশাখের বদলে অগ্রহায়ণে 'আদি নববর্ষের' এ আয়োজন করার যুক্তি তুলে ধরেন।

চার পর্বে আয়োজিত অনুষ্ঠান আজ রবিবার সকালে শুরু হবে রঙতুলিতে নবান্নের ছবি আঁকার মাধ্যমে। এসব অনুষ্ঠান চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। বাংলা নতুন বছর বরণে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরে এ কর্মসূচি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়, পায় ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতিও।

গত শতকের আশির দশকে সামরিক শাসনের অর্গল ভাঙার আহ্বানে পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে যে শোভাযাত্রা বের হয়েছিল; সেটিই পরে মঙ্গল শোভাযাত্রায় রূপ নেয়। ২০১৬ সালে তা ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পায়। পহেলা বৈশাখের সকালে বরাবরই রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। নববর্ষ উদযাপনে তার আগে থেকেই শাহবাগ এলাকা রূপ নেয় জনারণ্যে।

নানা সাজে বিভিন্ন বয়সী মানুষে অংশ নেন শোভাযাত্রায়। ঢাকের তালে তালে শাহবাগ মোড় হয়ে শিশুপার্কের সামনে দিয়ে ঘুরে ফের শাহবাগ হয়ে টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয় এটি।

গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম বদলে 'বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা' রাখা হয়। এবার ডাকসুর নেতারা অগ্রহায়ণে নবান্নের সময় 'নববর্ষ' উদযাপন আয়োজনের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। 'আদি নববর্ষ আনন্দযাত্রা' নামে একটি শোভাযাত্রা আয়োজন করবেন বলে তুলে ধরেন। এতে তিনটি মোটিফ থাকার কথা বলেন তারা।

চারুকলা অনুষদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদকের সঙ্গে সমাজসেবা সম্পাদক এবি যুবায়ের, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ ও বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ঐক্যের সভাপতি মৃন্ময় মিজান উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রহায়ণে এমন উদযাপনের কারণ তুলে ধরে মুসাদ্দিক বলেন, "দেশজ সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম অনুষঙ্গ হল নববর্ষ উদযাপন, যা বর্তমানে পহেলা বৈশাখ হলেও এককালে ছিল পহেলা অগ্রহায়ণ। বাংলা বছরের পঞ্জিকায় যে ১২টি মাস আছে, তার মধ্যে ১১টিই নক্ষত্রের নামে। এ ক্ষেত্রে 'বৈশাখ' বিশাখা নক্ষত্রের নামে, 'জ্যৈষ্ঠ' জ্যাষ্ঠা নক্ষত্রের নামে, 'আষাঢ়' আষাঢ়ার নামে এবং এভাবে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র যথাক্রমে শ্রবণা, পূর্বভাদ্রপদা, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, পৌষী, মঘা, ফাল্গুনী ও চিত্রার নামে।

"যে মাসটি নক্ষত্রের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, সেটি হচ্ছে অগ্রহায়ণ; আর এই নামটির সঙ্গেই মিশে আছে বাংলার কিছু ইতিহাস, কিছু স্মৃতি এবং কিছু বিস্মৃত হয়ে যাওয়া তথ্য।"

তার ভাষ্য, "প্রায় প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে নববর্ষের উৎসব পালিত হত। নববর্ষের আদি অনুষ্ঠান হিসেবে 'আমানি' উৎসব বা 'নবান্ন' উৎসবের কথা বলেছেন ঐতিহাসিকগণ, যা পহেলা অগ্রহায়ণে অনুষ্ঠিত হত। এটি ছিল মূলত কৃষকের উৎসব। "সম্রাট আকবরের সময় থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে 'বৈশাখ' মাসকে বাংলা বছরের প্রথম মাস হিসেবে প্রচলন করা হয়। কিন্তু বৈশাখকে বছর শুরুর মাস আর পহেলা বৈশাখকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে বাংলার মানুষ উদযাপন করেনি।"

ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক বলেন, "রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ব্যবস্থা করেন। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারেও এভাবে ধীরে ধীরে পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে কিছু উৎসাহ-উদ্দীপনার খবরাদি পাওয়া যায়। ১৯৬৭ সালে এই বাংলায় প্রথম পহেলা বৈশাখ উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার ছাত্রশিবির আয়োজিত 'স্বপ্নের ক্যাম্পাসে, স্বপ্নের ক্যারিয়ার' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা © আমার দেশ

ঢাবিতে 'ক্যারিয়ার গাইডলাইন' বিষয়ক সেমিনার শিবিরের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দিনব্যাপী 'ক্যারিয়ার গাইডলাইন' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল 'স্বপ্নের ক্যাম্পাসে, স্বপ্নের ক্যারিয়ার'।

তিনটি সেশনে বিভক্ত এ আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের অসংখ্য নবীন শিক্ষার্থী অংশ নেন। প্রথম সেশনে কলা, চারুকলা ও সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্বগুণ, ভবিষ্যৎ পেশাগত প্রস্তুতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. বেলাল হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জুবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক এবং সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শিশির মনির।

বক্তব্যে শিশির মনির বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়া তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হলেও অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বাস্তবতা তুলে ধরা জরুরি।

তিনি বলেন, মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তোমরা ইতোমধ্যে একটি বড় ধাপ অতিক্রম করেছো। এখন প্রয়োজন নিজেকে প্রস্তুত করা—কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে সমস্যার সমাধান করতে হয়, কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়—এসব শেখানো হয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

আইন পেশাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শান্তভাবে শোনা, যথোপযুক্ত সময়ে সঠিক উত্তর দেওয়া ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি আরো বলেন, দক্ষ মানবসম্পদই দেশ পরিচালনার মূল শক্তি। বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে প্রত্যেকে নিজেদের জায়গা থেকে উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এক নবীন শিক্ষার্থী জানান, শিবিরের চিন্তাভাবনা আমাদের কাছে নতুন। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ও বাস্তবসম্মত।

শিক্ষার্থীরা বলেন, পাঠ্যক্রমের বাইরের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, সফট স্কিলস ও নেতৃত্বের প্রস্তুতি নিয়ে এমন আয়োজন তাদের বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

ঢাবি শিবির সভাপতি ও ডাকসু ভিপি এস এম ফরহাদ জানান, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নতুন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আয়োজনটিতে আকর্ষণীয় উপহারও রাখা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ঢাবি শিবির সেক্রেটারি ও ডাকসুর এজিএস মহিউদ্দিন খান।

আলোকিত বাংলাদেশ ১৬-১১-২০২৫

ঢাবিতে শিবিরের 'ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেমিনার'

● ঢাবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য দিনব্যাপী 'ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেমিনার' আয়োজন করে। সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল 'স্বপ্নের ক্যাম্পাসে স্বপ্নের ক্যারিয়ার'। গতকাল শনিবার টিএসসি অডিটোরিয়ামে তিন পর্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন অনুষদের শতাধিক নবাগত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রথম সেশন শুরু হয়, যেখানে কলা, চারুকলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নবীন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সেশনে ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, দক্ষতা বিকাশ, ভবিষ্যৎ পেশাগত প্রস্তুতি ও নেতৃত্বগুণ বিষয়ে প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. বেলাল হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জুবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শিশির মনির। বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপদেশ দেওয়া বিষয়টি আমাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে। কারণ, এই ক্যাম্পাসেই শিক্ষার্থীরা চিন্তা ও বিশ্লেষণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু বাস্তবতা তুলে ধরা জরুরি।

নবীনদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জীবনে অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এরই মধ্যে একটি বড় ধাপ পেরিয়েছো। এখন প্রয়োজন নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে কথা বলার দক্ষতা, সমস্যা সমাধান, নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা- এসব গুণ স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়। এগুলো বই থেকে শেখা যায় না, শেখা যায় অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে। আইন পেশা প্রসঙ্গে শিশির মনির বলেন, শান্তভাবে শোনার সক্ষমতা, যথাযথ সময়ে সঠিক উত্তর দেওয়া এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দক্ষতা একজন পেশাজীবীকে আলাদা করে তোলে। তিনি আরও বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা জরুরি। প্রত্যেককে নিজেদের অবস্থান থেকে উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই এগোতে হবে।